আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষা দানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

promoting the visions of indigenous peoples

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস

European Union

আদিবাসীদের মানবাধিকার
সুরক্ষা দানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

জরিপ প্রতিবেদন
২০১৪

সম্পাদক
সঞ্জীব দ্রং

প্রতিবেদন সমন্বয়কারী
তুলি লাবণ্য দ্রং
রিপন বানাই

জরিপ কাজ সম্পাদন
সন্ধ্যা মালো
সুজা চিসিম
মিথুন জাম্বিল
অরিজেন খংলা
সুজন জেংচাম
ফিলোমিনা দ্রং
নূপুর চিরান
কাজরী রাকসাম

প্রকাশকাল
২০১৫, ডিসেম্বর

সহযোগিতায়
European Union

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

ইনডিজিনাস পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস
৬২ প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮-০২-৮১২২৮৮১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯১০২৫৩৬
মোবাইল : ০১৭১১৮০৪০২৫, ০১৭৩১-৮৫০৯৮৯
ই- মেইল: ipdsaski@yahoo.com/ drong03@yahoo.com
www.ipdsbd.com

promoting the visions of indigenous peoples

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৩
প্রকল্প পরিচিতি	০৪
এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৫
অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি	০৮
আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান	০৮
শিক্ষা	১১
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক	১৩
স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আদিবাসীদের যুক্ততা নিম্নরূপ	১৪
জরিপ পদ্ধতি	১৯
প্রশ্নপ্রত্র	১৯

ভূমিকা :

ইনডিজিনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ২০০১ সাল থেকে আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বেসরকারি, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে কাজ করে আসছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহের আদিবাসীদের মানবাধিকার নিয়ে কার্যক্রম করে থাকে। আবহমানকাল থেকেই এসব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এদেশে নিজ নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে বসবাস করে আসছে। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোটি মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে সক্রিয়ভাবে দেশের মুক্তির জন্যে আদিবাসীরাও অংশগ্রহণ করেছে। আদিবাসীরাও এদেশের জন্য রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে।

অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু শোষণ, বঞ্চনা, আদিবাসীদের উপর এখনও বর্তমান। স্বাধীনতার এত বছর পরে পরিসংখ্যান করে দেখলে দেখা যাবে আদিবাসীরা বর্তমানে প্রান্তিকতার পর্যায়। আদিবাসীদের জীবন, ভূমি, সংস্কৃতি, ভাষা সব কিছু দিক দিয়েই এখন প্রান্তিকতার শিকার। এর কারণ আদিবাসীরা অধিকার বঞ্চিত, মানবাধিকার লঙ্ঘিত।

বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে আদিবাসীদের প্রতি সুদৃষ্টি পড়েছে। জাতিসংঘে আদিবাসীদের জন্য স্থায়ী ফোরাম হয়েছে। জাতিসংঘের 'আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র' রয়েছে। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ ও ১৬৯ রয়েছে। দেশীয়ভাবেও আদিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, অধিকারের কথা নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন করছে। আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় শতভাগ আদিবাসী সংগঠন ইনডিজিনাস পিপলস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস-আইপিডিএস 'আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে এ দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও একজন মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্য যে অধিকার এবং মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে মানবাধিকার প্রয়োজন তা থেকে আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত এবং লঙ্ঘিত। আদিবাসীদের অতীত জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় আদিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি সব কিছু ঘিরেই তাদের ভূমি। বর্তমানে এ ভূমির অধিকাংশই তাদের নেই, যা আছে তাও হারানোর পথে। যে ভূমিতে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে, যে ভূমির উপর তাদের জীবন, স্বপ্ন আজ সেই ভূমি থেকেই আদিবাসীরা উচ্ছেদ হচ্ছে, দিন দিন তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

আদিবাসীরা সহজ সরল জীবনকে ভুলে সংস্কৃতিকে হারিয়ে আজ কঠিন জীবনের দিকে ঝুকতে বাধ্য হচ্ছে বেশি। অনেক আদিবাসী আজ তাদের ভূমি হারিয়ে শহরায়নের দিকে ছুটে আসছে জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে/টানে। জীবনের টানে এসেও কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তার অভাবে জীবনে আরো লাঞ্ছিত, ধর্ষিত হতে হচ্ছে। জীবনের পদে পদে সবখানে হয়রানির শিকার হচেছ।

এইসব মানবাধিকার পরিস্থিতি ও মানবাধিকার জ্ঞান বিশ্লেষণের উদ্দেশে আইপিডিএস এর কার্য এলাকায় একটি জরিপ কাজ করা হয়।

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম:
আদিবাসীদের মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

জরিপের উদ্দেশ্য :

- প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই;
- আদিবাসী অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে লক্ষিত জনগণের ধারণা ও সচেতনতা যাচাই;
- মানবাধিকার সুরক্ষাদানকারীদের সক্ষমতা যাচাই;
- স্থানীয় প্রশাসনে আদিবাসী জনগণের প্রবেশগম্যতা, প্রদেয় সেবা, সেবা গ্রহণ, সেবা আহরণ ও ব্যাপ্তি এবং সক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

জরিপের আওতা :
আইপিডিএস এই জরিপের মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি, জ্ঞান, শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, ভূমি অধিকার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং নারীদের সম অধিকার ও ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরেছে।

জরিপ পদ্ধতি :
জরিপে এফজিডি, ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা ও কাঠামোগত প্রশ্নোত্তররের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী :
আদিবাসী কৃষি শ্রমিক, সাধারণ গৃহিনী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক সংগঠনের ও গ্রাম্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

মোট অংশগ্রহণকারী :
১০০০ জন।

জরিপ এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

ঘোড়াঘাট :

সমতলের দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় মোট ৩০টি আদিবাসী গ্রাম। আদিবাসীরা এ এলাকায় স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই বসবাস করে আসছে। ঘোড়াঘাট উপজেলায় মূলত আদিবাসীরাই জোতদার ছিল। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এ জাতির উপর জুলুম,অত্যাচার ও নিপীড়ন চলতে থাকে। বারবার আন্দোলন করেও আদিবাসীরা সফল হতে পারেনি। স্বাধীনতার পরও তাদের অনেক জায়গা জমি থাকলেও বর্তমানে অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে আদিবাসীদের অজ্ঞতা, স্থানীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, এলাকার সুবিধাবাদী লোকের আচরণে আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

হালুয়াঘাট :

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা স্মরণাতীতকাল থেকেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। ভারতের সীমান্তে আদিবাসীদের গ্রাম। এই উপজেলায় মোট ১২টি ইউনিয়নে ২০৮টি গ্রাম রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১২টি ইউনিয়নেই

আদিবাসী জনগণের মোটামুটি বসবাস আছে। জীবনযাপনের ইতিহাস বলে দেশ স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত এসব এলাকায় শুধু আদিবাসীদের বসবাস ছিল। বর্তমানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সব এলাকা জুড়ে আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের বসবাস। এই এলাকায় গারো, হাজং, কোচ, ডালু ও বানাই আদিবাসীদের আধিপত্য ছিল। বর্তমানে গারো আদিবাসীদের মোটামুটি সংখ্যা টিকে থাকলেও হাজং, কোচ, ডালু, বানাইদের সংখ্যা একেবারেই কম। হালুয়াঘাট উপজেলার মোট ৭টি ইউনিয়নের জনগণকে জরিপ করা হয়। এই এলাকা কৃষি নির্ভর এলাকা। বর্তমানে এ এলাকার মানুষ গ্রামের চেয়ে জিবিকার জন্য শহরেই বেশি বসবাস। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এ এলাকাতেও আদিবাসীদের ভূমি বিরোধ রয়েছে। বার বার দেশান্তরিত হওয়ার কারনে অনেকেই জমির মালিকানা পায়নি। অনেকের জমিই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত। দারিদ্রের কারণে অনেকেই বন্ধকী জমি দিয়ে, ঋণ নিয়ে জমি হারাচ্ছে। শিক্ষা গ্রহণের সচেতনতা থাকলেও দারিদ্র ও সুযোগ-সুবিধা না থাকায় অনেকেই ঝরে পড়ে। তাই কিশোর ও কিশোরী বয়স থেকেই জিবিকার জন্য শহরে পাড়ি জমায় এবং বিভিন্ন সমস্যায় জরিয়ে পড়ে।

মধুপুর :

টাংগাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার মধুপুর গড়াঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে গারো, কোচ, বর্মন সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা। এ গড়াঞ্চলে আদিবাসীদের মূল আবাস্থল শালবনকে কেন্দ্র করে। জীবন ও জীবিকা প্রায় সবই এই বনকে কেন্দ্র করে। আবহমান কাল থেকেই এই গড়াঞ্চলে গারো, কোচ, বর্মন আদিবাসীরা বসবাস করে আসছে। কিন্তু এ অঞ্চলের আদিবাসীদের উপর বিভিন্ন জোর জুলুম, জোরপূর্বক বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত সহ বন ও আদিবাসীদের জায়গা জমি ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা, ইকো পার্ক বাস্তবায়নের চেষ্টা, সামাজিক বনায়নসহ আদিবাসীবান্ধব নয় এমন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা, বহিরাগত বাঙালি স্যাটেলাদের আদিবাসী গ্রামে পুনর্বাসন, মিথ্যা বন মামলা সহ বিভিন্ন উপায়ে অত্যাচার ও নিপিড়ন করা হয়েছে। এছারাও ভূমি দস্যুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে এ গড়াঞ্চলের আদিবাসীদের উপর।

১৯৬২ সালে ৪৫ হাজার একন জমি নিয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তখন অত্র অঞ্চলে অবস্থিত আদিবাসী গ্রামসমূহ চিহ্নিত করা হয়নি। ১৯৬৮-৬৯ সালের দিকে সরকার রিজার্ভ ফরেস্টে ভিতরে থাকা আদিবাসীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেয়। ১৯৭৩ সালে মধুপুরের আদিবাসী নেদৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে

রিজার্ভ ফরেস্ট এবং এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে রিজার্ভ ফরেস্ট ছোট আকারে করার কথা বলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আদিবাসীদের গ্রামসমূহ এর ভিতরেই থেকে যায়। পরবর্তীতে মধুপুর গড় এলাকার আদিবাসীর অধ্যুষিত এলাকা নিয়েই ন্যাশনাল পার্ক করার ঘোষণা দেয় সরকার। এখানে উল্লেখ্য রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হলেও আইনগতভাবে এই প্রক্রিয়া হয়নি। ২০০৬ সালে সরকার ২৫০০শত ৫৬ একর জমি নিয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করে জাতীয়ভাবে। বর্তমানে মধুপুর এলাকার আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন প্রায়। আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত সত্ত্ব দখলীয় জমি স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য আন্দোলন করে চলেছে। প্রায় ২০০ জনের বিরুদ্ধে বন বিভাগের মিথ্যা মামলা রয়েছে। দারিদ্রের কারণে স্বত্ত্ব দখলীয় জমি লিজ দিতে হয়। প্রায় ৫০০০ বন মামলা আছে, যা এখনও নিষ্পত্তি হয়না, সুবিচার পায় না।

কুলাউড়া :

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত পুঞ্জিতে আদিবাসীদের বসবাস। খাসি, গারো, মণিপুরী, চা-বাগানী প্রধান সম্প্রদায়। আদিবাসী অধ্যুষিত পুঞ্জিগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সরকারের উদাসীনতা আদিবাসীদের সামষ্টিক/সামগ্রিক উন্নয়ন থেকের দূরে রেখেছে। বিশেষভাবে ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পুঞ্জির আদিবাসীরা পিছিয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার পর বেসরকারি সংস্থা ও খ্রীষ্টান মিশনারির মাধ্যমে পুঞ্জি এলাকায় কিছুটা উন্নয়নও সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও শিক্ষার জন্য প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করে আসছে। ইদানীং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এ এলাকার আদিবাসীদের মাঝেও শিক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটু পিছিয়ে রয়েছে। পুঞ্জিবাসীদের প্রধান জিবিকা পান জুম। বর্তমানে তাদের এ পান জুম হুমকির মুখে।

পুঞ্জির আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা ভূমি। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে তাদের ভূমি মালিকানা নেই। ফলে সরকার এসব এলাকাকে সরকারি খাস জমি ঘোষণা করে বড় বড় ব্যবসায়িক কোম্পানির হাতে লিজ দিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করছে। ২০০০ সালে তখনকার সরকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় (মুরইছড়া পুঞ্জিতে) ইকো-পার্ক করার ঘোষণা করে। সরকারি কর্তৃক ঘোষিত ইকো-পার্ক বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণ সোচ্চার ছিলেন। আদিবাসীদের নিজেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের চাপে ইকো-পার্ক বাস্তবায়ন স্থগিত হলেও বর্তমানে বিভিন্ন উন্নয়ন, বনায়ন, চা-বাগানের নামে পুঞ্জি হতে আদিবাসীরা দিন দিন উচ্ছেদ হচ্ছে। ঐতিহ্যগত পান চাষ তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। কিন্তু ভূমি থেকে উচ্ছেদ, উন্নয়নের নামে বড় বড় গাছ কাটার কারণে দিনে দিনে তাদের পান চাষও ধ্বংস হচ্ছে।

অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি

আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার :

অধিকার : সাধারণ অর্থে অধিকার হচ্ছে যার যা প্রাপ্য তা পাওয়া।

অধিকার হচ্ছে আইন দ্বারা সীমিত একজন ব্যক্তির কোন কিছু করার স্বাধীনতা, কোন কিছু নিজের অধিনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করাকে বুঝায়। আইনের ভায়ায় বলা যায় অধিকার হলো একটি স্বার্থ যা সংবিধান বা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট বা বলবৎযোগ্য।

মানবাধিকার :

অধিকারের আরেকটি মৌলিক দিক আছে যা প্রকৃতির দ্বারা উৎসারিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষ জন্মগতভাবেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্থান, কাল নির্বিশেষে এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলো পেয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় সংবিধান দ্বারা বা সাধারণ আইন দ্বারা বা প্রকৃতিগতভাবেই যেসকল অধিকারগুলো মানুষের জন্য বিবেচিত এগুলোই মানবাধিকার। এই অধিকারগুলো ছাড়া মানুষের জীবনে পূর্ণতা আসে না। মানবাধিকারের মূল সুর বলছে মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানবাধিকার মানুষের সেইসব একান্ত চাহিদা যেগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব, উদ্যম ও সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সর্বজনীন সমমূল্য এবং মর্যাদা পাবার যোগ্য।

অধিকার ও মানবাধিকার সংজ্ঞার আলোকে প্রকল্প প্রস্তাবিত কর্মএলাকার আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত অধিকার বঞ্চিত।

জরিপে উঠে আসা মানবাধিকার পরিস্থিতি :

- প্রতিনিয়ত হয়রানি ও জোরপূর্বক বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার,
- ভূমি বেদখল
- মিথ্যা মামলা
- আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প,
- সামাজিক বনায়নের নামে উচ্ছেদ, জাল দলিলের মাধ্যমে উচ্ছেদ,
- গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস বেশি
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কম,
- সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত
- সচেতনতা কম,
- তথ্য প্রাপ্তি কম বা পর্যাপ্ত না।

ফলে আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা :

- দারিদ্র,
- ভূমি হারাচ্ছে,

- ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার হারাচ্ছে,
- মামলা-মোকদ্দমার শিকার,
- নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে,
- এলাকা ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে।

মোট ১০০০ জন আদিবাসীদের অধিকাংশই সত্যিকার অর্থে অধিকার ও মানবাধিকার জ্ঞান সীমিত। অধিকাংশ আদিবাসী অধিকার ও মানবাধিকারের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা দিতে পারে না। দেশের সংবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তো নেই সংবিধানে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃত আছে কিনা সেটা তো বলতেই পারে না। নাগরিক হিসাবে অপরাপর নাগরিকদের মতোই সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার যে অধিকার সে বিষয়েও জানে না। এক্ষেত্রে সরকারির সদিচ্ছাটাকে দায়ী করা হয়।

জরিপে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীদের মতে অধিকার মানে জীবন ধারণের উপায়, অধিকার মানে বেঁচে থাকা, অধিকার মানে ভাগ্য। আর মানবাধিকারের ব্যাখ্যা তাদের কাছে নতুন।

আদিবাসী গ্রামগুলোর আদিবাসীদের জীবন প্রণালী, আচার-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি অধিকাংশই ভূমি ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ন্যূনতম অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ তাদের নেই। ফলে অনেকেই অধিকার ও মানবাধিকার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও অজ্ঞ।

জরিপে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছে অধিকার বলতে, বেঁচে থাকার অধিকার, দেশে থাকার অধিকার, দেশান্তর না হওয়া কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকারের কথা নিজে বলার অধিকার, প্রতিবাদ/আন্দোলন করার অধিকার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব স্বাধীনভাবে পালন ও আয়োজনের অধিকার, মাতৃভাষা চর্চা ও রীতিনীতি পালনের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন না। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জতিক আইনে আদিবাসী অন্তর্ভুক্ত এবং সেই আইনগুলো সরকার স্বাক্ষর বা অনুমোদন করেছে ফলে সরকার বা রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব আদিবাসীদের উন্নয়ন করা সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বললেই চলে।

আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান

আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা আছে মাত্র ১৮.৪%
বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে ধারণা বা সংবিধানে আদিবাসী বা উপজাতি সম্পর্কে কিছু আছে কিনা শতকরা ৭৪.৫% আদিবাসী জানে না।

আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/আইনসমূহের ধারণা:

জাতীয় নীতি/আইন	ধারণা যাচাই
শিক্ষা নীতি	১৯.৭%
নারী নীতি	২১.২ %
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন	৬.১ %
আদিবাসী বিষয়ক অন্যান্য আইন	৫ %
ভূমি আইন	২০.৯ %
অর্পিত সম্পত্তি আইন	১৪ %
বন আইন	৯.৪ %
প্রজাস্বত্ত আইন (১৯৫০)	৮ %
বন ও পরিবেশ আইন	১১.৮ %
বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন	১৩.১ %

আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বা দলিল সম্পর্কে ধারণা:

আন্তর্জাতিক আইন বা দলিলসমূহ	ধারণা
সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র	১৫ %
জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র	১৩.১ %
আইএলও ১০৭	১২.৭ %
আইএলও ১৬৯	১১.৩ %
অন্যান্য	

জরিপে মোট ৪০০ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরকারি হতে প্রাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধাভোগী :

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	উপকার ভোগী শতকরা
স্বাস্থ্য সেবা	৩৩%
কৃষি সেবা	২১%
শিক্ষা সেবা	২৫%
অন্যান্য	২.৩%

আদিবাসীদের সমস্যা :

- দারিদ্র,
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত,
- বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলীয় ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ,
- মামলা-মোকদ্দমা ও ন্যায্য বিচার না পাওয়া,
- সামাজিক অবক্ষয়,
- শহরায়ন বৃদ্ধি,
- সংস্কৃতি বিলুপ্ত,
- সাংবিধানিক স্বীকৃতি নাই,
- সরকারি সুযোগ-সুবিধায় অংশগ্রহণ কম,
- সঠিক তথ্য সময়মত পায় না,
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি বা আইনসমূহের বাস্তবায়নে কোন এ্যাডভোকেসি ও লবিং নাই এবং সরকারের উদ্যোগ নাই,
- আদিবাসীদের নিজস্ব সংগঠন কম, যা আছে তা সক্রিয় বা দক্ষতা সম্পন্ন না,
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ কম, আদিবাসীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা/কোটা নাই।

শিক্ষা :

কোন কোন এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসীরা কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু কোন কোন প্রত্যন্ত এলাকায় আদিবাসীরা শিক্ষা হতে বঞ্চিত। কিন্তু শোষণ, বঞ্চনার ফলে মূলস্রোতধারার মতো এখনও এগোতে পারেনি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসীদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবস্থা, আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের পড়াশুনায় সহায়তা, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করা ও শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিকের ব্যবস্থা করা উল্লেখ থাকলেও আদিবাসীদের জন্য এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।

ফলে আদিবাসীরা তুলনামূলকভাবে এখনও শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আদিবাসীদের উল্লেখ করার কথা জানে ২২.১% বাকি ৮৫.৩% জানে না।

উল্লেখ্য যে, কুলাউড়া উপজেলার পুঞ্জিগুলোতে যারা বসবাস করে তাদের নাগরিকত্ব স্বীকার করলেও তাদের বসবাস এলাকা উন্নত করার অথবা তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা, জীবন মান উন্নয়নের জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। আইপিডিএস কর্মএলাকায় দেখা যায় সেখানে বসবাসরত আদিবাসীদের জন্য কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রায় পুঞ্জিতে প্রাইমারি স্কুল আছে। এই সব স্কুল খ্রীষ্টান মিশনারিরা পরিচালনা করছেন। কোন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল নাই। এসব এলাকার আদিবাসীরা অনেক দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেকেই ঝরে পড়ে। তারপরেও বর্তমানে শিক্ষার গুরুত্ব বেশি পাচ্ছে এবং ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করা হচ্ছে। এমনকি সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বর্তমান। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে আদিবাসীদের জন্য ৫% থাকলেও তা যথেষ্ট নয় যা ছিল তাও ঠিকমত বাস্তবায়ন হয় না।

জরিপ তথ্যমতে কর্মরত আদিবাসী এলাকায় মোট ৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং কর্মএলাকার প্রায় ২১ জন আদিবাসী সরকারি শিক্ষক রয়েছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সমস্যা :

- মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকা
- ভৌগলিক অবস্থান
- আর্থিক সমস্যা
- আবাসিক সমস্যা
- সরকারি সুযোগ-সুবিধা কম।

তথ্য :

শিক্ষা নীতি সম্পর্কে জানে	২২.৮%	আদিবাসী সরকারি শিক্ষক আছে	২১ জন
আদিবাসী গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে	৪১ টি	শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি/সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানে	২৮.৫

ভূমি :

আদিবাসীদের ভূমি ঐতিহ্যগত। যুগ যুগ ধরে বসবাসের ফলে আদিবাসীদের ভূমি বেশির ভাগই উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া অথবা বংশপরম্পরায় ভোগ দখলীয় ভূমি।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রায় ৬১% আদিবাসীদের এখনও নিজস্ব জমি আছে এবং ৭৩% আদিবাসীর পরিবারের আয়ের উৎস কৃষি জমি এবং ভূমি। আদিবাসীরা মনে করে ভূমিই তাদের জীবনের অস্তিত্ব এবং ভিত্তি। তাছাড়া আদিবাসীদের বৈচিত্রপূণ্য সংস্কৃতি ভূমি ও প্রকৃতি ঘিরেই। কিন্তু দেখা যায়, আদিবাসীদের জীবনে বর্তমানে ভূমি সমস্যা প্রধান সমস্যা।

ভূমি নিয়ে প্রাপ্ত সমস্যা :

- অধিকাংশ আদিবাসী তাদের জমি হারিয়েছে,
- বেদখল হয়েছে,
- নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে,
- অর্পিত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,
- ভূমি নিয়ে বিরোধ বা মামলা অনেক আছে,
- মালিকানা নিয়ে হয়রানির শিকার,
- ভূমির উপর তাদের জীবন-জীবিকা ধ্বংস বা হুমকির সম্মুখীন।

ভূমি সমস্যার কারণ :

- আদিবাসী এলাকাকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে (ইকো পার্ক, সামাজিক বনায়ন, চা বাগান) সরকার লিজ দেওয়া ও আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করা,
- বন্ধকী জমি সাবকওলা লিখে নেওয়া,
- কম জমি কিনে বেশি জমি লিখে নেওয়া,
- টাকা ঋণ দিয়ে জমি লিখে নেওয়া,
- স্বত্ব মামলা দীর্ঘায়িত করা ও নিস্পত্তি না হওয়া,
- মিথ্যা বন মামলা করা।

তার কারণ আদিবাসীরা এখনও সোচ্চার নয় কারণ আদিবাসীরা জাতীয় আইন বা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, ভূমির কাগজ পত্র বা মালিকানার বিষয়ে জ্ঞান কম। এছাড়া সরকারিভাবে আদিবাসীদের ভূমির মালিকানা বা ভূমি সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ কম। আদিবাসীরা এতদিন জেনে এসেছে যে, যুগ যুগ ধরে যেখানে তারা বসবাস করে আসছে, সেটাই তাদের এবং সেটা সংরক্ষণ করা বা রক্ষা করা তাদেরই দায়িত্ব। আদিবাসীদের ভূমি মালিকানা অধিকাংশই সমষ্টিগত মালিকানা। যার ফলে আদিবাসীদের ভূমির ব্যক্তি মালিকানা কম। বর্তমানে ভূমি হারিয়ে আদিবাসীদের অনেককেই দেখা যাচ্ছে যে, জীবন ও জীবিকার উদ্দেশ্যে প্রায় সব এলাকা হতে শহরে চলে আসছে। কিন্তু ভূমির সমস্যা সব এলাকায় এখনও জটিল অবস্থায় রয়েছে।

আদিবাসীদের দাবি :

- আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা;
- আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠণ করা;
- আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব দেওয়া;
- মিথ্যা মামলার সুবিচার নিশ্চিত করা;
- আদিবাসীদের বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসা জায়গা জমি লিজ না দেওয়া।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক :

প্রস্তাবিত কর্ম এলাকায় গারো, হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, খাসি, মনিপুরি, সাঁওতাল, ওঁরাও, মালো সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বসবাস। তাদের মধ্যে গারো আদিবাসীদের সংখ্যাই বেশি এবং গারোরা এখন প্রায় ৯৯% খ্রীষ্টান। আর অন্যান্যদের মধ্যে আছে হিন্দু। সেই অনুসারেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবাদি পালিত হয়। একেক সম্প্রদায়ের একেক রকম সংস্কৃতি ও সামাজিক উৎসব রয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক উৎসবাদি এখন হয়না বললেই চলে। তাছাড়া সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও চর্চার অভাবে অনেক সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি হারিয়ে যাচেছ। আবার কোন কোন সম্প্রদায় যেমন: গারো, খাসি, মণিপুরী নিজেদের উদ্যোগে সামাজিক উৎসবাদি পালন করে থাকে। ফলে অনেক আদিবাসীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিই হারিয়ে যাচ্ছে। সম্পর্কের দিক দিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষদের সম্পর্ক মোটামুটি ভাল।

বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসীরা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় :

নিম্নে যেসব সংগঠন আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব দেন তাদের তালিকা দেওয়া হলো :

ক্র: নং	নাম	এলাকা
১	ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন	হালুয়াঘাট, মধুপুর
২	সেওয়াল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	হালুয়াঘাট
৪	বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন-বাগাছাস	হালুয়াঘাট, মধুপুর, কুলাউড়া
৫	গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন-গাসু	হালুয়াঘাট, মধুপুর
৬	জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ	মধুপুর

৭	কোচ আদিবাসী সংগঠন	মধুপুর
৮	আবিমা গারো ইয়ুথ এসোসিয়েশন	মধুপুর
৯	হরিসভা উন্নয়ন পরিষদ (গারো হিন্দু সংগঠন)	মধুপুর
১০	আচিক মিচিক সোসাইটি (নারী সংগঠন)	মধুপুর
১১	কুবরাজ (কুলাউড়া বড়লেখা রাজনগর ও	
	জুরি আন্তঃপুঞ্জি আদিবাসী সংগঠন)	কুলাউড়া
১২	সিমসাকা (নারী সংগঠন)	কুলাউড়া
১৩	বান ইয়া ট্রেইলাং	কুলাউড়া
১৪	একতা	কুলাউড়া
১৫	জাসেঙা	কুলাউড়া
১৬	মেঘাটিলা মহিলা সংগঠন	কুলাউড়া
১৭	খাসি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন	কুলাউড়া

ঘোড়াঘাট

ক্র: নং	কমিটির নাম	এলাকা/অবস্থান
০১	মাঞ্জহী পরিষদ (সান্তাল)	পাড়া ভিত্তিক (৪৮টি)
০২	মন্ডল পরিষদ (সান্তাল ব্যতিত)	পাড়া ভিত্তিক (০৭টি)
০৩	পারগানা পরিষদ	ইউনিয়ন পর্যায়ে (০৪টি)
০৪	উপজেলা পারগানা পরিষদ	উপজেলা পর্যায়ে (০১টি)
০৫	আইএইচআরডি	ইউনিয়ন পর্যায়ে (০৪টি)
০৬	আইএইচআরডি	উপজেলা পর্যায়ে (০১টি)
০৭	মুষ্টিচাল সমিতি	পাড়াভিত্তিক (১৫টি)

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আদিবাসীদের যুক্ততা নিম্নরূপ :

হালুয়াঘাট কর্মএলাকায় আদিবাসী ইউপি সদস্যদের তালিকা:

ক্র: নং	নাম	গ্রাম	ইউপি	উপজেলা
১.	পুলক হাজং	বেলতৈল	রামচন্দ্রকুড়া	নালিতাবাড়ী
২.	শুকলা নাবাল	বরুয়াজানী	কাকরকান্দি	ঐ
৩.	নহেলিকা দিব্রা	গাছগড়া	রূপ নারায়নকুড়া	ঐ
৪.	ঝর্না পাথাং	সূর্য্যপুর	৫ নং গাজিরভিটা	হালুয়াঘাট

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কমিটিতে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের চিত্র:

ক্র: নং	নাম	গ্রাম	ইউপি	উপজেলা	ইউপি/প্রতিষ্ঠান
১.	মনিন্দ্র চন্দ্র বর্মণ	ভটপুর	নয়াবিল	নালিতাবাড়ী	ইউপি স্থায়ী কমিটি
	পিযুষ রিছিল	বরুয়াজানী	কাকরকান্দি	ঐ	ঐ
	সুজা চিসিম	আসকিপাড়া	১ নং ভুবনকুড়া	হালুয়াঘাট	ইউপি স্থায়ী কমিটি
	রাফেলা চিরান	বটতলা	ঐ	ঐ	ঐ
	প্রহর চিসিম	আসকিপাড়া	ঐ	ঐ	ঐ
	ঝর্না পাথাং	র্সূয্যপুর	৫ নং গাজিরভিটা	ঐ	ঐ
	শিলা দিও	বোয়ালমারা	ঐ	ঐ	ঐ
	মাধবী ঘাগ্রা	ডুমনিকুড়া	ঐ	ঐ	ঐ
	সমূয়েল রখো	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সুরমা রুরাম		ঐ	ঐ	ঐ
	পা: মনোজ চিসিম	ধলাপানি	ঐ	ঐ	ঐ
	রঞ্জয় চিরান	চরবাংগালিয়া	ঐ	ঐ	ঐ
	গ্রেনার পাথাং	পূর্ব সমনিয়াপাড়া	ঐ	ঐ	ঐ
	সাধনা মৃ		ঐ	ঐ	ঐ
	আরবিনা সাংমা	নামচাপাড়া	ঐ	ঐ	ঐ
	উছিলা তজু	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	পুলক রাংসা	নলকুড়া	ঐ	ঐ	ডেপুটি কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
	পংকজ রেমা	বাঘাইতলা	১ নং ভুবনকুড়া	ঐ	সদস্য, ঐ
	শ্বাশতি দ্রং	সংড়া	২ নং জুগলী	ঐ	মহিলা উপজেলা মানবাধিকার কমিটি
	স্মৃতি চিছাম	ঘোষবের	ঐ	ঐ	ঐ

ঘোড়াঘাট কর্ম এলাকায় আদিবাসী স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্য ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য:

ক্র: নং	নাম	নির্বাচিত ক্ষেত্র /পদবী	ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম পদ
০১	রুশিনা সরেন	উপজেলা নারী ভাইস চেয়ারম্যান	১. ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান
			২. ০৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটির - সদস্য
			৩. উপজেলা সংরক্ষিত আসনের - সভাপতি
০২	সরলা হেমরম	ইউপি মহিলা ওয়ার্ড সদস্য (সংরক্ষিত)	১.শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কমিটির - সভাপতি
০৩	বাবলু মুরমু	ইউপি ওয়ার্ড সদস্য	১. জন্মনিবন্ধন কমিটির - সভাপতি

মধুপুর কর্মএলাকায় স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত সদস্য ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য:

ক্র: নং	নাম	পদবী	ইউনিয়ন
১	মি. নিতেন নকরেক	মেম্বার	১ নং ওয়ার্ড ৯ নং অরনখোলা ইউপি
২	মি. শংকর বর্মন	মেম্বার	৩ নং ওয়ার্ড ১১ নং শোলাকুড়ি ইউপি
৩	মি. এলভিন দালবৎ	মেম্বার	৬ নং ওয়ার্ড ১১ নং শোলাকুড়ি ইউপি
৪	রঞ্জিত নকরেক	মেম্বার	৯ নং ওয়ার্ড ১১ নং শোলাকুড়ি ইউপি
৫	ইউজিন নকরেক	সদস্য	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
৬	সুলেখা স্রং	সদস্য	উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৭	তিরলা চিরাণ	সদস্য	মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি শোলাকুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
৮	শেখর স্রং	সভাপতি	কো ম্যানেজমেন্ট কমিটি, রসুলপুর সদস রেঞ্জ বনবিভাগ
৯	উইলিয়াম দাজেল	সহ-সভাপতি	কো ম্যানেজমেন্ট কমিটি, দোখলা রেঞ্জ বনবিভাগ

জরিপ পদ্ধতি

জরিপ পদ্ধতির এফজিডি তালিকা:

হালুয়াঘাট :

ক্র: নং	তারিখ	স্থান	কর্ম এলাকা	উপস্থিতি সংখ্যা
১	১৮/৩/১৪	ডিমনীকুড়া	হালুয়াঘাট	১৫
	১৮/৩/১৪	ঝাটাপাড়া	হালুয়াঘাট	১৭
	১৮/৩/১৪	সুনামুয়া	হালুয়াঘাট	৮
	১৯/৩/১৪	কাতলমারি	হালুয়াঘাট	১২
	১৯/৩/১৪	কাটাবাড়ী	হালুয়াঘাট	৯
	১৯/৩/১৪	গাজিরভিটা	হালুয়াঘাট	১৪
	২০/৩/১৪	সমনিয়াপাড়া	হালুয়াঘাট	১৪

ক্র: নং	তারিখ	স্থান	কর্ম এলাকা	উপস্থিতি সংখ্যা
	২০/৩/১৪	ধুপাজুরি	হালুয়াঘাট	১৩
	২০/৩/১৪	লামুক্তা	হালুয়াঘাট	১৩
	২৪/৩/১৪	সাতমারীকান্দা	হালুয়াঘাট	১৫
	২৪/৩/১৪	কুমিরাবাউসা	হালুয়াঘাট	১৩
	২৪/৩/১৪	বোয়ালমারা	হালুয়াঘাট	১২
	২৪/৩/১৪	কালিনিয়াকান্দা	হালুয়াঘাট	১১
	২৫/৩/১৪	নলকুড়া	হালুয়াঘাট	১৬
	২৫/৩/১৪	ফকিরপাড়া	হালুয়াঘাট	৮
	২৭/৩/১৪	ভূটিয়াপাড়া	হালুয়াঘাট	১০
	২৭/৩/১৪	ধলাপানি	হালুয়াঘাট	৮
	৩০/৩/১৪	তেলিখালি	হালুয়াঘাট	১৭
	৩০/৩/১৪	বিড়ই	হালুয়াঘাট	১৫
	৩০/৩/১৪	কানিবকপাড়া	হালুয়াঘাট	১২

মধুপুর

ক্র: নং	তারিখ	স্থান	কর্ম এলাকা	উপস্থিতি
১	২৬/০৩/২০১৪	গাছাবাড়ী গ্রাম নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	১৫
২	২৯/০৩/২০১৪	আচিক মিচিক সোসাইটি মহিলা নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	১০
৩	২৯/০৩/২০১৪	আচিক মিচিক সোসাইটি মহিলা নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	৮
৪	৩০/০৩/২০১৪	চাপাইদ গ্রাম আদিবাসী নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	১৬
৫	২৪/০৩/২০১৪	জলছত্র বিদ্যালয় পাড়া নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	১৭
৬	২৪/০৩/২০১৪	জলছত্র গ্রাম	মধুপুর	২০
৭	২৫/০৩/২০১৪	গায়রা গ্রাম যুবক/যুবতী	মধুপুর	১২
৮	২৫/০৩/২০১৫	গায়রা গ্রাম	মধুপুর	১৫
৯	২৫/০৩/২০১৪	গায়রা গ্রাম আদিবাসী নেতৃবৃন্দ	মধুপুর	১৬
১০	৩১/০৩/২০১৪	জলই গ্রাম	মধুপুর	১০
১১	৩১/০৩/২০১৪	জাঙ্গালিয়া গ্রাম	মধুপুর	১৫
১২	২৯/০৩/২০১৪	ভূটিয়া গ্রাম	মধুপুর	১৫
১৩	২৪/০৩/২০১৪	ইদিলপুর গ্রাম	মধুপুর	১৮

কুলাউড়া

ক্র: নং	তারিখ	স্থান	কর্ম এলাকা	উপস্থিতি সংখ্যা
১	১৮/৩/১৪	কুলাউড়া	কুলাউড়া	১৫
২	১৯/৩/১৪	মেঘাটিলা পুঞ্জি	কুলাউড়া	১২
৩	১৯/৩/১৪	রাঙ্গিছড়া	কুলাউড়া	১০
৪	১৯/৩/১৪	বরমচাল পুঞ্জি	কুলাউড়া	৯
৫	২০/৩/১৪	কুকিজুরি পুঞ্জি	কুলাউড়া	১৪
৬	২০/৩/১৪	লুতিজুরি পুঞ্জি	কুলাউড়া	১৮
৭	২০/৩/১৪	মুরইছড়া পুঞ্জি	কুলাউড়া	২০
৮	২৩/৩/১৪	সিঙ্গুর পুঞ্জি	কুলাউড়া	১৪
৯	২৩/৩/১৪	ইসলাছড়া পুঞ্জি	কুলাউড়া	১২
১০	২৩/৩/১৪	ঝিমাই	কুলাউড়া	১০

ঘোড়াঘাট

ক্রমিক নং	তারিখ	স্থান	কর্ম এলাকা	উপস্থিতি সংখ্যা
১	১৮/৩/১৪	বুলাকিপুর	ঘোড়াঘাট	১০
২	২০/৩/১৪	পালশা	ঘোড়াঘাট	১০
৩	২০/৩/১৪	সিংড়া	ঘোড়াঘাট	১০
৪	২৪/৩/১৪	ঘোড়াঘাট	ঘোড়াঘাট	১৫
৫	২৪/৩/১৪	ঘোড়াঘাট	ঘোড়াঘাট	১২

জরিপে ব্যবহৃত কাঠামোগত প্রশ্ন

ইন্ডিজিনাস পিপল্‌স ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইপিডিএস)

জরিপ ফরম ২০১৪

জরিপের উদ্দেশ্য: আদিবাসী অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে লক্ষিত জনগণের ধারণা ও সচেতনতা যাচাই।

উত্তর দাতার নাম :.....

পেশা :..... গ্রামের নাম :.....

ইউনিয়নের নাম :..... উপজেলার নাম :.....

জেলার নাম :.....

☐ পুরুষ ☐ মহিলা

ক. অধিকার ও মানবাধিকার :

১। অধিকার সম্পর্কে জানেন কিনা? হ্যাঁ অথবা না

২। কী ধরনের অধিকার আদায়/ভোগ করেন?

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী: ..... স্বাস্থ্য সেবা :.....

কৃষি সেবা : ..... শিক্ষা সেবা: .....

অন্যান্য : .....

৩। আদিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা?

আছে ☐ নাই ☐ মোটামুটি ☐

৪। সংবিধানে আদিবাসী বা উপজাতি সম্পর্কে কিছু আছে কিনা? কী আছে?

.....

.....

.....

৫। আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/আইনসমূহের ধারণা আছে কিনা?

- শিক্ষানীতি

- নারী নীতি
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন
- আদিবাসী বিষয়ক অন্যান্য আইন ইত্যাদি
- ভূমি আইন
- অর্পিত সম্পত্তি আইন
- বন আইন
- প্রজাস্বত্ত্ব আইন (১৯৫০)
- বন ও পরিবেশ আইন
- বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন

৬. আদিবাসী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বা দলিল সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা?

- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র
- জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র
- আইএলও ১০৭
- আইএলও ১৬৯

৭। আদিবাসী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে এলাকার মধ্যে কোন সংস্থা বা সংগঠন কাজ করে কিনা?
কাজ করলে কোন সংস্থা:

সংস্থার নাম	কার্যক্রম
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

৮। কোন সংস্থা হতে অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা? হ্যাঁ অথবা না
কোন সংস্থা :

৯। স্থানীয় সরকার/প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ আছে কিনা?

১০। জেলা বা উপজেলা ভূমি অফিসের সাথে যোগাযোগ আছে কিনা?

১১। এলাকার কোন আদিবাসী স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত/কোন কমিটিতে সদস্য আছেন কিনা?

খ) শিক্ষা :

১২। জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী আদিবাসীদের কি অধিকার আছে? .....

১৩। গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কয়টি : ☐ টি অথবা ☐ নাই

১৪। এই এলাকায় কোন আদিবাসী সরকারি শিক্ষক আছে কিনা?

থাকলে কতজন? .....

১৫। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আদিবাসী কোটা আছে জানেন কিনা? হ্যাঁ ☐ অথবা ☐ না

১৬। অন্যান্য দেশে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানেন কিনা? হ্যাঁ অথবা না
হ্যাঁ হলে কি জানেন একটু বলুন?

.....

.....

.....

গ) ভূমিঃ

১৭। নিজস্ব ভূমি আছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

কি ধরনের?

☐ ভোগ দখল ☐ রেকর্ড ☐ ঐতিহ্যগত ☐ উত্তরাধিকার সূত্রে

১৮। ভূমি মালিকানার দলিলপত্রাদি সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৯। ভূমি সম্পর্কিত কোন মামলা আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। হ্যাঁ হলে মামলা কে পরিচালনা করেন? নিজেরা ☐ এনজিও ☐ অন্যান্য ☐

২১। ভূমি সম্পর্কিত কোন বিরোধ আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

হ্যাঁ হলে কাদের মধ্যে আত্মীয় ☐ স্বজাতি ☐ বাঙালি ☐

২২। পরিবারের আয়ের উৎস কি: কৃষি ব্যবসা চাকুরী অন্যান্য

ঘ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকঃ

২৩। কোন সম্প্রদায়ের :

ধর্ম : ☐ খৃষ্টান ☐ মুসলিম ☐ হিন্দু ☐ অন্যান্য

আদিবাসী : ☐

২৪। আপনার এলাকায় কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন হয় কিনা? হ্যাঁ অথবা না

হ্যাঁ হলে কী কী? :

২৫। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী, ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন?

খুব ভালো ☐ ভালো ☐ ভালো নয় ☐

২৬। গত ৫ বছরে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন শান্তিপূর্ণ হয়েছি কি?

হ্যাঁ : ☐ না : ☐

২৭। গত ৫ বছরে আদিবাসী বাঙালী বিবাদ/দ্বন্দ্ব/কলহ/অশান্তির বিবরণ:

.....

.....

.....

ঘ) সম অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন:

২৮। নারী পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে ধারণা আছে কি না ? হ্যাঁ ☐ না ☐

২৯। (নারী দিনমজুরী হলে) ন্যায্য মজুরী পায় কি ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩০। আপনার এলাকায় ন্যায্য বিচার হয় কি না ? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩১। পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩২। পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের ভূমিকা আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩৩। কোন সংগঠন বা সংস্থার সাথে (নারীদের ক্ষেত্রে) যুক্ত আছেন কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐
যুক্ত থাকলে কি ধরনের সংগঠন?

৩৪। এই এলাকার মহিলা/নারীরা কোথায় বেশি বাস করে?

নিজ গ্রামে ☐ শহরে ☐

৩৫। গ্রামে তথ্য প্রাপ্তির উৎস কি?

☐ টেলিভিশন ☐ রেডিও ☐ খবরের কাগজ ☐ ইন্টারনেট ☐ ম্যাগাজিন ☐ নিউজ লেটার

☐ কোন সংগঠন বা সংস্থা ☐ পাঠাগার মোবাইল ☐ তথ্য সেবা কেন্দ্র ও

☐ একে অপরের সাথে কথা বলে।

এলাকার উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নম্বর দিন?

শিক্ষা =

আয় সৃষ্টিমূলক প্রকল্প =

স্বাস্থ্য =

খাদ্য নিরাপত্তা =

শিশু অধিকার =

ন্যায্যতা ও মানবাধিকার =

দুর্যোগ ও জলবায়ু =

রাস্তাঘাট =

বিদ্যুৎ =

অন্যান্য .....

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ:

সহযোগিতায় :

European Union